কুষ্টিয়ায় নতুন করে ৩০ জন করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে আজ জেলার ১২৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে জেলায় আজ নতুন করে ৩০ জনকে আক্রান্ত বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরে ৯ জন, মিরপুরে ১ জন, সদরে ১৮ জন, কুমারখালীতে ১ জ্ন, খোকসায় ১ জন । (ফলোআপ সদর১, দৌলতপুর১, ভেড়ামারা১)
কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় আক্রান্ত ১৮ জনের ঠিকানা জুগিয়া ১জন, হাউজিং স্টেট ১ জন, পশ্চিম মজমপুর ২ জন, পুলিশ লাইন ১ জন, থানাপাড়া ১ জন, উত্তর আমলাপাড়া ১ জন, পূর্ব মজমপুর ২ জন, সিএসবি রোড, আমলাপাড়া ১ জন, এন এস রোড ১ জন, কাস্টমস মোড় ১ জন, চৌড়হাস ১ জন, বারখাদা ৪ জন ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ১ জন।

মিরপুর উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা মালিহাদ। দৌলতপুর উপজেলায় আক্রান্ত ৯ জনের ঠিকানা দফাদারপাড়া ৪ জন, মহেশকুণ্ডি ৪ জন, আদাবাড়িয়া ১ জন। কুমারখালী উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা তারাপুর। খোকসা উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা চড়পাড়া।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে পুরুষ ১৯ জন, মহিলা ১১ জন। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত ৬৫২ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হল।

সিভিল সার্জন ডা: এএইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন মোট ২৫৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন ৩৬১ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩৪ জন। এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১১ জন।

কুষ্টিয়ায় নতুন শনাক্ত ২৪জন,

মোট ৬২২

কুষ্টিয়া জেলায় আজ নতুন করে ২৪জনকে আক্রান্ত বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত ৬২২ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হল। এ পর্যন্ত জেলায় মোট ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে মঙ্গলবার কুষ্টিয়া জেলার ১৮০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ২৪ জনকে কোভিড-১৯ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ১৬ জন, ভেড়ামারা উপজেলায় ৬জন, মিরপুর উপজেলায় ১ জন ও কুমারখালী উপজেলায় ১ জন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবরিসক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার জানান, সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন মোট ২৩২ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছে চিকিৎসাধীন ৩৪৭ জন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৩ জন।

এছাড়াও জেলায় মোট ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

কুষ্টিয়ায় নমুনা না দিয়েই করোনা পজিটিভ

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নমুনা না দিয়েই করোনা পজেটিভ শনাক্ত হন শহরের এক বাসিন্দা। বুধবার রাতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা ওই ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করতে যান।

এসময় ওই বাসিন্দা হত-চকিত হয়ে বলেন, আমি তো করোনা পরীক্ষার কোন নমুনাই দেইনি কিংবা স্বাস্থ্য বিভাগের কেউ আমার বাড়িতে এসে

নমুনাও সংগ্রহ করেনি।

তিনি আরো বলেন, আমাকে তাহলে করোনা পজিটিভ শনাক্ত করা হলো কেন? এনিয়ে শহরময় হাস্যরস ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শহরের পূর্ব মজমপুর এলাকার বাসিন্দা গোলাম রসুল (৬২) কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত এমএলএসএস।

তিনি জানান, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানোর জন্য রক্তের নমুনা দেন। এছাড়া তিনি হাসপাতালের ফ্লু কর্নারে করোনা পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। এরপর তার নাম, ঠিকানা ও মুঠোফোন নম্বর লিখে চিকিৎসক তাকে পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র নেন।

তবে হাসপাতালে করোনার নমুনা দেওয়ার কথা থাকলেও পরে তিনি আর নমুনা দেননি। কিন্তু গোলাম রসুল নমুনা না দিলেও বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা তার বাড়ি লকডাউন করতে এনেস জানায় যে, বুধবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবরটোরিতে নমুনা পরীক্ষার প্রাপ্ত তালিকায় গোলাম রসুলের নাম রয়েছে। গোলাম রসুল জানান, করোনার কোন উপসর্গ তার ছিল না। যেহেতু চলাফেরায় তিনি অনেক মানুষের সংস্পর্শে গেছেন তাই তিনি ফ্লু কর্নারে পরামর্শ নিয়েছিলেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক নুরুন্নাহার বেগম জানান, বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। খতিয়ে দেখে এ ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

কুমারখালীতে সরকারী নির্দেশ না মানায় ১১ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সরকারী নির্দেশনা না মেনে সন্ধ্যার পরেও দোকান খোলা রাখার

অপরাধে কুষ্টিয়া কুমারখালীতে ১১ টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান।

তিনি জানান, সরকারি আদেশ অমান্য করে কুমারখালী উপজেলার কাজিপাড়া, পদ্মপুকুর মোড়, হলবাজার, স্টেশন বাজার, হলবাজার এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত খোলা রাখার অপরাধে এবং সরকারি স্বাস্থ্যবিধি না মানায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মুল আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ১১টি প্রতিষ্ঠানে মোট সাড়ে ১২হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এমন অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও এলাকাবাসী ও পথচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় ডিবির ভুয়া সদস্য আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ডিবি পুলিশের এক ভুয়া সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (২০ জুন) দুপুরে মিরপুর থানা পুলিশ আটক ওই ভুয়া সদস্যকে জেলহাজতে পাঠিয়েছে। এর আগে শুক্রবার (১৯ জুন) রাতে স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে স্থানীয় থানায় সোপর্দ করে।

মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল কালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

ওসি আবুল কালাম জানান, উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের আটিগ্রাম ধাপাড়ীপাড়া এলাকায় আমলা খামার পাড়ার নুরুজ্জামান খানের ছেলে ফিরোজ খান (৩০) ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বাড়াদী স্কুলপাড়ার মতিয়ার রহমান মন্টুর ছেলে পারভেজ হাসান ওরফে সুমন (৪০) নিজেদেরকে ডিবি পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও

মালামাল ছিনতাই করছিলো।

সেসময় তারা ওই গ্রামের আবুছদ্দিন মন্ডলের ছেলে আবু বক্কর মন্ডলের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন ও নগদ এগারো হাজার ৩০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। বিষয়টি নিয়ে তার সন্দেহ হলে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় তিনি ফিরোজ খানকে আটক করে স্থানীয় থানায় সোপর্দ করেন।

স্থানীয়দের দেখে ফিরোজ খানের সহযোগি পারভেজ হাসান ওরফে সুমন পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ১০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আব্দুল আলিম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। শুক্রবার দিবাগত রাতে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর গোরস্থানপাড়ার বাইতুন নুর জামে মসজিদের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক আব্দুল আলিম কুষ্টিয়া সদরের কালিশংকরপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মমিন এর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, শুক্রবার মেহেরপুর সদরের রাইপুর থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আব্দুল আলিম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিও’র দাবিতে কুষ্টিয়ায় সংবাদ সম্মেলন

বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির দাবিতে কুষ্টিয়ায় সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।
রবিবার সকালে বেসরকারি কলেজ শিক্ষক ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের হলরুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষক ফোরামের কেন্দ্রীয় আহবায়ক নেকবর হোসাইন।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে বিধিমোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত না করে বঞ্চিত করা হচ্ছে। জনবল কাঠামো এমপিও নীতিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্ত না করে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

ফলে সকল নিয়ম ও বিধি অনুসরণ করে শিক্ষকরা নিয়োগ লাভ করলেও সরকারি বেতন-ভাতা না পেয়ে কুষ্টিয়াসহ দেশের অন্যান্য কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে কর্মরত প্রায় সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষক দীর্ঘকাল মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। মানবিক বিবেচনায় এবারের বাজেটে নিয়োগপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির ঘোষণাসহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দাবি করে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

অন্যথায় কলেজেগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স অধিভুক্তি ও শিক্ষক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আরিফুর রহমান, আবু কায়েস, আজম আলী, আব্দুর রহমান, তরিকুল ইসলাম, জসিম উদ্দীন, খাইরুল ইসলাম প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় দুই ব্যাংক লকডাউন, মোট আক্রান্ত ২২৪

কুষ্টিয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কোভিড-১৯ শনাক্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে অবস্থিত পূবালী ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা এবং ইসলামী ব্যাংক কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

চার কর্মকর্তা ও এক পিওন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় এসব ব্যাংক লকডাউন করা করা হয়।

এর মধ্যে রোববার ইসলামী ব্যাংকের কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখা এবং গত শুক্রবার থেকে পূবালী ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা লক ডাউন করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

কুষ্টিয়া পূবালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক মো: শাহ আলম জানান, অত্র শাখার একজন জুনিয়র অফিসার পুরুষ এবং একজন মহিলা ক্যাশ অফিসার গত বুধবার করোনায় আক্রান্ত হন। এছাড়াও ব্যাংকের একজন ডেপুটি জুনিয়র অফিসারের শরীরে উপসর্গ দেখা দেয়ায় তিনি বর্তমানে রাজবাড়ী জেলার পাংশাতে তার গ্রামের বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। এ অবস্থায় শুক্রবার থেকে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে অবস্থিত পূবালী ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা লক ডাউন করা হয়েছে।

তিনি জানান, আগামী শনিবার পর্যন্ত যদি ব্যাংকের অন্য কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে করোনা উপসর্গ না দেখা যায় তাহলে রোববার থেকে লক ডাউন তুলে নেয়া হবে। এদিকে শনিবার রাতে ইসলামী ব্যাংকের কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখার একজন সিনিয়র অফিসার, একজন অফিসার এবং কর্মরত পিওনের করোনা সনাক্ত হয়। এ কারণে রোববার থেকে ইসলামী ব্যাংকের কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখা লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল

ইসলাম জানান, রবিবার (১৪ জুন) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ পিসিআর ল্যাব থেকে কুষ্টিয়ার ১৮৮ টি নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে যার মধ্যে ২টি কোভিড পজিটিভ। আক্রান্ত ২ জন কুমারখালী উপজেলার সদকী ও শেরকান্দি এলাকার বাসিন্দা। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় মোট ২২৪ জন করোনা রোগী শনাক্ত হল। যার মধ্যে ১৭১ জন পুরুষ ও ৫৩ জন নারী।

তাল বিক্রি করে সংসার চলে নবী মিয়ার, নেই কোন ঘর তার

তাল বিক্রি করে সংসার চলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নবী মিয়ার। জিকে সেচ প্রকল্পের সরকারি জমিতে কোন রকমে মাথা গোজার ঠাই রয়েছে নবী মিয়ার। বৃদ্ধ বাবা, ছেলে-মেয়ে নিয়ে আট সদস্যের পরিবার। ভ্যান চালিয়ে এই সংসারটাকে চালাচ্ছিলেন। আর এখন তালসাস বিক্রি করে চলছে তার। এলো করোনা। আয় রোজগার বন্ধ। দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না তিনি। এরমধ্যে ঝূর্ণিঝড় আম্ফানে উড়িয়ে নিয়ে গেলো থাকার ছোট ছোট তিনটি ঘর। এখন মাথা গোজার ঠাঁইটুকু নেই।

অসহায় হয়ে পড়েছে পুরো পরিবারটি। টাকার অভাবে ঘরগুলোও ঠিক করতে পারছেন না। এখন তাল বিক্রি করছেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে। এ থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনো রকমে চলছে।

নবী মিয়া বলেন, ‘ঝঁড়ে বাড়ি ঘর সব ভেঙে গেছে। তিনটা ছোট ছোট মাটির ঘর ছিল। তিনটাই ভেঙে গেছে। ঝড়ের দিন তো ঘর ছেড়ে পৌরসভার ভবনে আশ্রয় নিয়ে বেঁচেছি সবাই। এখন থাকবো কোথায় ঠিক নেই। রোজ বৃষ্টি হচ্ছে। পরিবারের লোকজন নিয়ে মহাবিপদে আছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘একেতে থাকার যায়গা নেই, তার ওপরে এই করোনার কারণে ভ্যান চালাতে পারছি না। এখন কী দিয়ে যে কী করব বুঝতে পারছি না।’

নবী মিয়া বলেন, ‘সরকারি লোকজন বাড়িতে গিয়ে সব দেখে গেলো। ঘর

ঠিক করে দেওয়ার কথা বললেও এখন আর কোনো খোঁজ নেই।’

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস বলেন, ‘আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ ওই ভ্যান চালক নবী মিয়ার বাড়িতে আমরা গিয়ে দেখে এসেছি। ঘর ভেঙে যাওয়ায় তিনি বিপদে পড়েছেন। সরকারিভাবে তাকে সহযোগিতার করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

কুষ্টিয়ায় সরকারী নির্দেশনা না মানায় ৬৭ জনকে জরিমানা

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করা ও স্বাস্থ্যবিধি না মেনে মাস্ক না পরে বাইরে ঘোরাঘুরি করা, বিকেল ৪ টার পর দোকান খোলা রাখা, গণপরিবহনে নিয়ম না মেনে যাত্রী বহণ করাসহ বিভিন্ন অপরাধে কুষ্টিয়ায় মোট ৬৭ মামলায় ৩২ হাজার ৬শ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

শনিবার দিনব্যাপী কুষ্টিয়া শহরতলী, মিরপুর, ভেড়ামারা, ও কুমারখালী উপজেলায় এসব ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সহকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবিএম আরিফুল ইসলাম বলেন, শনিবার দিনব্যাপী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করা ও স্বাস্থ্যবিধি না মেনে মাস্ক না পরে বাইরে ঘোরাঘুরি করায় ও সেরকারী নির্দেশনা না মানায় দণ্ডবিধি ১৮৬০ এবং সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন ২০১৮ অনুযায়ী ৬৭ টি মামলায় ৩২ হাজার ৬শ টাকা জরিমানা করা হয়।

এরমধ্যে মাস্ক ব্যবহার না করা, বিকেল ৪ টার পর দোকান খোলা রাখা, গণপরিবহনে নিয়ম না মেনে যাত্রী বহণ করাসহ একাধিক অপরাধে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ১২ জনকে ১৩ হাজার টাকা, ভেড়ামারায় ২১ জনকে মোট ৪ হাজার ৭শ টাকা, কুমারখালীতে ২১ টি মামলায় ৯ হাজার ৭শ টাকা এবং মিরপুর উপজেলায় ১১ জনকে ৫ হাজার ২ শ’ টাকা জরিমানা করা হয়।